[২০১৮] ১০ এস.সি.আর. ৯৭৪

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বনাম

ভি. রামকৃষ্ণন ও অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আবেদন নং ৩৫৯৫)

১৪ই আগস্ট, ২০১৮

[আর.এফ. নারিমান এবং ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানি ও দেউলিয়া আইন, ২০১৬: ধারা ১৪ – প্রযোজ্যতা, ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের ক্ষেত্রে – প্রশ্ন: দেউলিয়া আবেদন গ্রহণের সময় সীমিত মেয়াদের জন্য মোরেটোরিয়ামের বিধান করা ধারা ১৪ কি কর্পোরেট গ্যারান্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে? – সিদ্ধান্ত: ধারা ১৪ কেবলমাত্র কর্পোরেট দেউলিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – উক্ত ধারায় ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই – যেখানে ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের বিষয় আসে, সেখানে অংশ তৃতীয় কার্যকর করা হয়নি এবং না ধারা ২৪৩ কার্যকর করা হয়েছে, যা প্রেসিডেন্সি-টাউন দেউলিয়া আইন, ১৯০৯ এবং প্রাদেশিক দেউলিয়া আইন, ১৯২০ বাতিল করে – ফলত, যেখানে ব্যক্তিগত গ্যারান্টর ব্যক্তিগত ব্যক্তি, সেখানে তাকে উক্ত দুই দেউলিয়া আইনের অধীনে বিচার করা হবে, এবং দেউলিয়া আইন, ২০১৬ এর অধীনে নয় – ধারা ৬০(২) এবং (৩) এর বিধান স্পষ্ট – কর্পোরেট দেউলিয়া বিরুদ্ধে চলমান প্রক্রিয়া থাকলে, ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের বিরুদ্ধে যে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা যদি আগে থেকে শুরু হয়ে থাকে, তবে তা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবে অথবা কর্পোরেট দেউলিয়ার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে যদি দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হয়, তবে তা শুধু জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে – তবে ট্রাইব্যুনালকে ওই প্রক্রিয়াগুলো বিচার করতে হবে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি-টাউন দেউলিয়া আইন, ১৯০৯ অথবা প্রাদেশিক দেউলিয়া আইন, ১৯২০ অনুযায়ী, যেটি প্রযোজ্য হবে – প্রেসিডেন্সি-টাউন দেউলিয়া আইন, ১৯০৯ – প্রাদেশিক দেউলিয়া আইন, ১৯২০ – ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ – ব্যাংক / ব্যাংকিং।

আদালত আবেদনসমূহ গ্রহণ করে রায় দিলেন:

১.১ কোডের অংশ দ্বিতীয়, যা "কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া নিষ্পত্তি এবং লিকুইডেশনের" বিষয়ক, সেখানে আর্থিক ঋণদাতা অথবা কর্পোরেট দেউলিয়া এই প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আবেদন করতে পারে।

নির্ধারক কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণের পর, সংশ্লিষ্ট আবেদন গ্রহণ করার পর, নির্দেশ দ্বারা মরাটোরিয়াম ঘোষণা করবে যাহা ধারা ১৪ এর উদ্দেশ্যার্থে প্রযোজ্য।

মেসার্স ইনভেস্টমেন্টস এবং ফাইনান্স লিমিটেড বনাম রাজেশ কুমার দ্রোলিয়া ও অন্যান (২০১৭) এসসিসি অনলাইন বোম ৯৭২৫; সঞ্জীব শ্রীয়া বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান (২০১৮) ২ অল এলজে ৭৬৯ (ফসল ০৬.০৯.২০১৭) – নির্দেশিত হয়েছে।

১.২ ধারা ১৪ এ চারটি বিষয় উল্লেখ আছে যেগুলি মরাটোরিয়াম কার্যকর হলে নিষিদ্ধ হতে পারে। উক্ত বিষয়গুলি হল: বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ বা চালিয়ে যাওয়া, সম্পদ হস্তান্তর, বন্ধক রাখা বা বিক্রয়, নিরাপত্তা স্বার্থ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, অথবা যে মালিকানা কর্তা কর্পোরেট দেনাদারের দখলে থাকা সম্পদ পুনরুদ্ধার। এর মধ্যে ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের উল্লেখ স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। আসলে, ধারা অনুযায়ী শুধুমাত্র কর্পোরেট দেনাদারই উল্লেখযোগ্য। সুতরাং, ধারা ১৪ এর মরাটোরিয়াম ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং শুধুমাত্র কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২.১ কোডের ধারা ৬০ এর উপ-ধারা (১) এ কর্পোরেট দেনাদার ও ব্যক্তিগত গ্যারান্টর উভয়ের জন্য দেউলিয়া নিষ্পত্তি ও লিকুইডেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারক কর্তৃপক্ষ হবে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল, যাহা কর্পোরেট ব্যক্তির নিবন্ধিত কার্যালয়ের এলাকা কর্তৃক অধিকারভুক্ত। এই উপ-ধারা বিশেষত ট্রাইব্যুনালের এলাকা কর্তৃত্ব নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের বিষয়ে পার্ট-৩ এখনও কার্যকর করা হয়নি, এবং ধারা ২৪৩ যা প্রেসিডেন্সি-টাউনস ইনসলভেন্সি আইন ১৯০৯ ও প্রোভিন্সিয়াল ইনসলভেন্সি আইন ১৯২০ বাতিল করে, সেটিও কার্যকর হয়নি। ফলে ব্যক্তিগত গ্যারান্টরদের বিরুদ্ধে মামলা পূর্বোক্ত দুই ইনসলভেন্সি আইনের অধীনে চলবে এবং কোডের অধীনে নয়। প্রকৃতপক্ষে, ২৮.০৮.২০১৭ তারিখের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, ভারত সরকার অর্থ মন্ত্রকের মাধ্যমে জানিয়েছে যে ধারা ২৪৩, যা উক্ত আইনগুলি বাতিল করে, এখনও কার্যকর হয়নি এবং

ব্যক্তিগত ও অংশীদারিত্বের দেউলিয়া নিষ্পত্তি সম্পর্কিত পার্ট-৩ এর বিধানগুলি এখনও কার্যকর হয়নি। অতএব, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তারা তাদের দেউলিয়া মামলা চলমান আইন অনুসারে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ/আদালতে পরিচালনা করবে, ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে। এই কারণেই ধারা ৬০ এর উপ-ধারা (২) তে ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের "দেউলিয়া" সম্পর্কিত আবেদন শুধুমাত্র জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালের কাছে দাখিল করা যাবে বলে উল্লেখ আছে।

২.২ ধারা ৬০(২) এবং (৩) এর ব্যবস্থা স্পষ্ট — যেদিন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের আইনের অধীনে কোনও প্রক্রিয়া চলমান থাকে, তখন ব্যক্তিগত জামিনদারের বিরুদ্ধে যে কোনও দেউলিয়া প্রক্রিয়া, যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে আরম্ভ হয়ে থাকে, তবে তা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবে, আর যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে আরম্ভ হয়, তবে তা শুধুমাত্র জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা যাবে। তবে, ট্রাইব্যুনালকে এমন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ১৯০৯ সালের প্রেসিডেন্সি-টাউন্স দেউলিয়া আইন অথবা ১৯২০ সালের প্রাদেশিক দেউলিয়া আইন অনুযায়ী বিচার করতে হবে, যা প্রযোজ্য হবে। এটি স্পষ্ট যে উপ-ধারা (৪), যেখানে বলা হয়েছে যে ট্রাইব্যুনালকে উপ-ধারা (২) এর জন্য এই কোডের পার্ট তৃতীয়ের অধীনে ধার্য দেউলিয়া ট্রাইব্যুনালের সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা হবে, তা কার্যকর হবে না, কারণ দেউলিয়া ট্রাইব্যুনালকে এখনও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শোনার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, যা ধারা ১৭৯ অনুযায়ী হবে, যেহেতু উক্ত ধারা এখনও কার্যকর হয়নি। তদ্রূপ, ধারা ২৪৯, যা দেউলিয়া ট্রাইব্যুনালকে এমন প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ঋণ আদায় আইন সংশোধনের বিষয়ে, সেটিও কার্যকর হয়নি।

৩। ধারা ৯৬ এবং ১০১, যখন ধারা ১৪ এর সাথে তুলনা করা হয়, তখন দেখা যায় যে ধারা ১৪ কখনও ব্যক্তিগত জামিনদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। পার্ট তৃতীয়ের অধীনে একটি আবেদন দাখিল হলে, সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে একটি অন্তর্বর্তী-মরাটোরিয়াম বা স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য হয়। সর্বপ্রথম,

এটি একটি পৃথক মরাটোরিয়াম, যা ব্যক্তিগত জামিনদারদের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রযোজ্য, যাদের বিরুদ্ধে পার্ট তৃতীয়ের অধীনে দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ধারাগুলির অধীনে মরাটোরিয়ামের সুরক্ষা ধারা ১৪ এর তুলনায় অনেক বেশি, কারণ এতে ঋণের বিষয়ে চলমান আইনি প্রক্রিয়া স্থগিত থাকে, শুধুমাত্র ঋণগ্রহীতার নয়। ধারা ১৪ এবং ১০১ এর ভাষাগত পার্থক্য যথার্থ কারণে রয়েছে। ধারা ১৪ শুধুমাত্র কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের জন্য বলা হয়েছে, যাঁরা সীমিত দায়বদ্ধতা সম্পন্ন কোম্পানি। এবং এটি স্পষ্ট যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিন দেওয়া হয় কোম্পানির পরিচালনায় নিয়োজিত পরিচালকদের দ্বারা। আইনের উদ্দেশ্য হল এমন জামিনদারদের থেকে পৃথক ও সমান দায়িত্ব থেকে মুক্তি না দেয়া, যারা সম্পূর্ণ বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী, তাই ধারা ১৪ তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে ফার্ম এবং ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, যারা সীমাহীন দায়বদ্ধতা নিয়ে ঋণ দেয়, সেখানে জামিনদাররা ঋণগ্রহীতার অপরিচিত হতে পারেন — প্রায়শই এটি একজন ব্যক্তিগত বন্ধু হতে পারে। এজন্য ধারা ১০১ এ বর্ণিত মরাটোরিয়াম এমন ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, কারণ এটি ঋণের বিষয়ে এবং ঋণগ্রহীতার বিষয়ে নয়। ধারা ১৪ এবং ৯৬ ও ১০১ এর ভাষাগত পার্থক্য স্বীকার করা যেতে পারে, যদিও ধারা ৯৬ এবং ১০১ এখনও কার্যকর হয়নি।

কর্ণাটক রাজ্য ও অন্যান্য বনাম মার আপ্রায়েম কুরি কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যানী (২০১২) ৭ এসসিসি ১০৬ : [২০১২] ৪ এসসিআর ৪৪৮; মাদ্রাজ পেট্রোকেম লিমিটেড ও অন্যানী বনাম শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন বোর্ড ও অন্যানী (২০১৬) ৪ এসসিসি ১ : [২০১৬] ১১ এসসিআর ৪১৯; আয়কর পরিদর্শক বনাম শেলি প্রোডাক্টস (২০০৩) ৫ এসসিসি ৪৬১ : [২০০৩] ১ অতিরিক্ত এসসিআর ৭৯; আয়কর পরিদর্শক বনাম ভাটিকা টাউনশিপ (২০১৫) ১ এসসিসি ১ : [২০১৪] ১২ এসসিআর ১০৩৭ – উপর নির্ভরশীল।

মামলার আইনের তথ্য

[২০১২] ৪ এস সি আর ৪৪৮	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০১৬] ১১ এস সি আর ৪১৯	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০০৩] ১ সম্পূরক এস সি আর ৭৯	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০১৪] ১২ এস সি আর ১০৩৭	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২৯

দেওয়ানি আপীল এক্তিয়ারঃ দেওয়ানি আবেদন নং ৩৫৯৫, ২০১৮ সালের।

জাতীয় কোম্পানি আইন আবেদন ট্রাইব্যুনাল, নতুন দিল্লির ২৮.০২.২০১৮ তারিখের আদেশ ও রায় থেকে কোম্পানি আবেদন (এটি) (দেউলিয়া) নং ২১৩, বছর ২০১৭

সহ

দেওয়ানি আবেদন নং ৪৫৫৩, বছর ২০১৮

কে. ভি. বিষ্ণুজন, (অতিরিক্ত আইনজীবী), সি. ইউ. সিংহ, প্রবীণ আইনজীবী, অভিষেক কৌশিক, কুমারী বৃন্দা ভাণ্ডারি, ধনঞ্জয় বি. রায়, রবি আর. রঘুনাথ, সঞ্জয় কাপুর, কুমারী মেঘা কার্নওয়াল, কুমারী শীনা তাকী, কুমারী শুভ্রা কাপুর, পি. এস. সুধীর, কুমারী অ্যান ম্যাথিউ, ভারত সূদ, কুমারী শ্রুতি জোসে, অয়ুষ আনন্দ, শুভেন্দু আনন্দ, অরবিন্দ কুমার গুপ্ত, কুমারী হেন্না জর্জ, জি. বলাজী, দিলপ্রীত সিং, রাজেশ বোহরা, ধবল এস. দেশপান্ডে, আমির আরসিওয়ালা, অরবিন্দ গুপ্ত, রাহুল চিতনিশ, উক্ত পক্ষসমূহের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

আদালত সদস্য **আর. এফ. নারিমান, বিচারপতি**

১। বর্তমান আবেদনগুলি মূলত এই প্রশ্নের উপরে কেন্দ্রীভূত যে, দেউলিয়া ও দেউলিয়া প্রতিষেধক আইন, ২০১৬-এর ধারা ১৪, যা দেউলিয়া আবেদন গ্রহণের পর বিধিতে উল্লেখিত সীমিত সময়ের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করে, তা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিনদারকে প্রযোজ্য হবে কিনা।

২। বর্তমান আবেদনগুলির বাস্তব প্রেক্ষাপট হলো, উত্তরদাতা নং ১ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা, অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ২ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং একই সঙ্গে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত জামিনদারও। আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা নং ১-এর মধ্যে জামিন চুক্তি ২২.০২.২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

৩। যেহেতু উত্তরদাতা নং ২ কোম্পানি তার দেনা সময়মতো পরিশোধ করেনি, তাই ২৬.০৭.২০১৫ তারিখে উত্তরদাতা নং ২-এর অ্যাকাউন্টকে অনমনীয় সম্পদ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এর ফলে, অ্যাপেল্যান্ট ০৪.০৮.২০১৫ তারিখে সারা-ফার্সি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুসারে ৬১,১৩,২৮,৭৮৫.৪৮ টাকার বকেয়া অর্থ প্রদান করতে উক্তদের ৬০ দিনের সময়সীমার মধ্যে নোটিশ প্রদান করে। কোনও পরিশোধ না হওয়ায়, ১৮.১১.২০১৬ তারিখে ধারা ১৩(৪) অনুসারে দখল নোটিশ জারি করা হয়।

৪। এই অবস্থায়, উত্তরদাতা নং ২, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা, নিজেই ২০.০৫.২০১৭ তারিখে দেউলিয়া ও দেউলিয়া প্রতিষেধক আইনের ধারা ১০-এর অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন দাখিল করে।

১৯.০৬.২০১৭ তারিখে, এই আবেদন ধারা ১০ এর অধীনে দাখিল করা হয় এবং পরে ধারা ১৪ অনুযায়ী আইনী বাধ্যতামূলক স্থগিতাদেশ আরোপিত হয়। উক্ত কার্যক্রম চলাকালে, প্রতিউত্তরী নম্বর ১ কর্পোরেট দায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জবানবন্দী হিসেবে একটি অন্তর্বর্তী আবেদন দাখিল করেন, যেখানে তিনি দাবি করেন যে কোডের ধারা ১৪ ব্যক্তিগত জবানবন্দী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যার ফলে ব্যক্তিগত জবানবন্দী এবং তার সম্পত্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে। জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল তার ১৮.০৯.২০১৭ তারিখের আদেশে উল্লেখ করে যে, কোডের ধারা ৩১ অনুসারে প্রণীত পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যক্তিগত জবানবন্দী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক হবে এবং যেহেতু ঋণদাতার বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু হলে জবানবন্দী ঋণদাতার স্থান নেয়, তাই ধারা ১৪ ব্যক্তিগত জবানবন্দীর পক্ষে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং প্রতিউত্তরী নম্বর ১ দ্বারা দাখিলকৃত অন্তর্বর্তী আবেদন গৃহীত হয় এবং আবেদনকারীকে প্রতিউত্তরী নম্বর ১ বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়।

৫। জাতীয় কোম্পানি আইন আবেদন ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আবেদন খারিজ করা হয়। ২৮.০২.২০১৮ তারিখের নির্দেশিত রায়ে আবেদন ট্রাইব্যুনাল কোডের ধারা ৬০(২) ও (৩) এবং ধারা ৩১ উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে ধারা ১৪ এর অধীনে আরোপিত স্থগিতাদেশ ব্যক্তিগত জবানবন্দীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যুক্তি ছিল যে ব্যক্তিগত জবানবন্দীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সে পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ, যা তার ওপর বাধ্যতামূলক, অতএব কর্পোরেট দায়ীর বিরুদ্ধে দেউলিয়া কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি রয়েছেন এবং তাই ধারা ১৪ এর স্থগিতাদেশ ব্যক্তিগত জবানবন্দীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৬। সি.এ. নম্বর ৩৫৯৫/২০১৮ এ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত শ্রী সঞ্জয় কাপুর এবং সি.এ. নম্বর ৪৫৫৩/২০১৮ এ আবেদনকারীর পক্ষে শ্রী সি.উ. সিংহ, সিনিয়র এডভোকেট, উভয়ই যুক্তি প্রদান করেন যে কর্পোরেট দায়ী এবং ব্যক্তিগত জবানবন্দী দুটি পৃথক সত্ত্বা এবং কর্পোরেট দায়ী যদি কোড অনুযায়ী দেউলিয়া কার্যক্রমের মধ্যে থাকে, তাহলেও ব্যক্তিগত জবানবন্দী একই কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে না। কারণ জবানবন্দীর দায় কর্পোরেট দায়ীর থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, তাই প্রধান দায়ীর বিরুদ্ধে মামলা না থাকলেও সুরক্ষাকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এ জন্য তারা ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২ এর ধারা ১২৮ উল্লেখ করেন। তারা মি./মিসেস সিকম ইনভেস্টমেন্টস এবং ফাইন্যান্স লিমিটেড বনাম রাজেশ কুমার ড্রোলিয়া এবং অন্য (২০১৭) এর একক বিচারকের রায়ের যুক্তিতেও ব্যাপকভাবে নির্ভর করেন।

১। (২০১৭) এস সি সি অনলাইন বম ৯৭২৫ (২৮.১১.২০১৭ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে)।

তারা এরপর কোডের পার্ট III-কে উল্লেখ করেন, বিশেষত ধারাসমূহ ৯৬ ও ১০১-কে। যদিও পার্ট III কার্যকর করা হয়নি, তা স্পষ্ট যে, যদি ব্যক্তিগত গ্যারান্টর বিরুদ্ধে দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, তা শুধুমাত্র পার্ট III-এর অধীনে করা যেতে পারে, যেটিতে পৃথক মরাটোরিয়াম বিধান রয়েছে, যথা ধারাসমূহ ৯৬ ও ১০১, যেগুলো তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের বিরুদ্ধে পৃথক দেউলিয়া প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। শ্রী সিং বিশেষভাবে ১৪ ও ১০১ ধারার ভাষার পার্থক্যের উপর জোর দেন। শিক্ষিত প্রবীণ আইনজীবীর মতে, ১৪ ধারা তার সমস্ত উপধারায় শুধুমাত্র কর্পোরেট দেনাদারকে উল্লেখ করে। ১০১ ধারার সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হয় যে, ১৪ ধারা ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ ১০১ ধারা 'দেনাদার' শব্দ ব্যবহার করেনি, বরং 'দেনার সম্পর্ক' উল্লেখ করেছে এবং এটি ১৪ ধারার চেয়ে বিস্তৃত এবং শুধুমাত্র পার্ট III প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের বিরুদ্ধে শুরু হলে প্রযোজ্য হবে। তারা ০৬.০৬.২০১৮ সালের সংশোধনী অধ্যাদেশকেও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে কোডের ১৪(৩) ধারা পরিবর্তিত হয়েছে, যেখানে কর্পোরেট দেনাদারের গ্যারান্টিতে সুরক্ষাকারী (সিউরিটি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা ইনসলভেন্সি আইন কমিটির কার্যক্রমের উপর নির্ভর করেন, যেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, সংশোধনী দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কর্পোরেট দেনাদারের গ্যারান্টিদের সকল সম্পদ কোডের অধীনে আরোপিত মরাটোরিয়ামের আওতার বাইরে থাকবে। বর্তমান বিবাদিত রায়কেও ইনসলভেন্সি আইন কমিটি উল্লেখ করেছে এবং বলেছে যে, ১৪ ধারার এমন বিস্তৃত ব্যাখ্যা কৃত্রিম ঋণদাতার গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হ্রাস করবে। তারা বিচার বিভাগীয় রায়ের উপর নির্ভর করেন যা স্পষ্ট করেছে যে, সংশোধনমূলক আইনসমূহ, যেমন এই সংশোধনী, প্রত্যাহারাত্মক কার্যকরী হয়, তাই যে কোনো ক্ষেত্রে বিবাদিত রায় বাতিল করতে হবে।

৭। বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত আইনজীবী প্রথমে কোডের ৬০(২) ধারার আড়ালে আশ্রয় নেন, কারণ তাঁর মতে, উক্ত ধারা ব্যাংককে ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের বিরুদ্ধে সরফেসি আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীনে কোডের বাইরে পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। তিনি ট্রাইব্যুনালের যুক্তির ওপর নির্ভর করেন এবং ৩১ ধারার অধীনে আশ্রয় নেন, যেমন ট্রাইব্যুনালও করেছে। তিনি আলাহাবাদ উচ্চ আদালতের সঞ্জীব শ্রীয়ার বনাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য মামলার রায়ের ওপর নির্ভর করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে কর্পোরেট দেনাদারের সঙ্গে সম্পর্কিত মামলা দুটি বিচারের আসনে চলছে,

২। (২০১৮) ২ সমস্ত এল যে ৭৬৯ (০৬.০৯.২০১৭ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে)।

অব্যাহত থাকিতে পারিবে না ব্যক্তিগত গ্যারান্টরবিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করা। একজন আর্থিক ঋণদাতা এমনভাবে কাজ করিতে পারিবে না যাহাতে ব্যক্তিগত দেনাদারের সম্পত্তির মূল্য হানিকর হয়। তিনি যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে নির্ভর করিয়াছেন ২৩.১১.২০১৭ তারিখে কার্যকর হওয়া ২০১৮ সালের ইনসলভেন্সি ও দেউলিয়া কোড (পরিবর্তন) আইন উপর, যাহাতে ধারা ২ এর উপধারা (ই) পরিবর্তিত হইয়া কোডের আওতায় ব্যক্তিগত গ্যারান্টরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে। তিনি অতঃপর ২০১৮ সালের সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়াছেন, যাহা আংশিকভাবে কর্পোরেট দেনাদারের ব্যক্তিগত গ্যারান্টরদের উপর কোডের বিধান প্রয়োগ বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্যে ছিল, কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়াকে অধিক শক্তিশালী করিবার জন্য। তিনি অতঃপর ইনসলভেন্সি ও দেউলিয়া (অধিকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন) বিধিমালা, ২০১৬ এর অন্তর্গত কিছু বিধি উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষত ফর্ম ৬ এর আনেক্সার VI(ই) এর প্রতি। ইনসলভেন্সি ও দেউলিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি সমাধান প্রক্রিয়া) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৩৬(২) একই রকমভাবে উল্লেখ করে যে কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরু হইলে ব্যক্তিগত গ্যারান্টিদের সম্পর্কিত ঋণসমূহের তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক। এই সমস্ত কিছু নির্দেশ করে যে ব্যক্তিগত গ্যারান্টর সামগ্রিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং কোডের ধারা ১৪ এর অধীনে আরোপিত মোরাটোরিয়াম ব্যক্তিগত গ্যারান্টরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

৮। আমরা এই বিষয়ে আমাকাস কিউরিয়া হিসাবে সহায়তার জন্য মাননীয় শ্রী কে.ভি. বিশ্বনাথন, প্রবীণ আইনজীবীকে নিযুক্ত করিয়াছি। আমরা তাঁকে তাঁর মূল্যবান সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে ইনসলভেন্সি কোডের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঋণ আদায়ের পূর্ববর্তী ইতিহাসের শিক্ষায় যে প্রাচীন আইনের বিধান কর্পোরেট দেনাদারদের পক্ষে অতিমাত্রায় সুবিধাজনক ছিল এবং ফলস্বরূপ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বৃহৎ পরিমাণ ঋণ অবশিষ্ট ছিল। বিশেষত তিনি ১৯৮৫ সালের "সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (বিশেষ বিধান) আইন"-এর ধারা ২২ এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং বলেন যে ঐ ধারার কারণে গ্যারান্টরদেরও সেই আইন প্রযোজ্য ছিল, ফলে কোম্পানি যখন ওই আইন অনুযায়ী 'সিক' ঘোষণা করা হইত, তখন বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন-এর অনুমতি ব্যতিরেকে ঋণদাতারা গ্যারান্টরবিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারত না। এখন যেহেতু উক্ত আইন প্রত্যাহারিত হইয়াছে এবং পরবর্তীতে প্রণীত বহু আইন, সহকারে কোম্পানিজ আইন, ২০১৩ এ ধারা ২২ সদৃশ কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, তাহা স্পষ্ট করে যে কোডের ধারা ১৪ প্রণয়ন সচেতন এবং উদ্দেশ্যমূলক ছিল এবং কর্পোরেট দেনাদার যখন দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাইত, তখন গ্যারান্টরবিরোধে কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে না—এ জন্য তিনি বিভিন্ন রায় উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি ২০১৮ সালের সংশোধনী আইনকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে যেহেতু এই আইন বিশেষভাবে আবেদন আদেশের উপর প্রযোজ্য হওয়ার জন্য প্রণীত হয়েছে, এবং যেহেতু এটি পরিষ্কারকরণমূলক, তাই আইনের অবস্থান হবে যে এটি অতীতকালীন (প্রতিক্রিয়াশীল) হবে এবং সুতরাং বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৯. উভয়পক্ষের মান্যবর আইনজীবীদের যুক্তি বিবেচনার পূর্বে, এই পর্যায়ে কোডের কিছু বিধান এখানে উল্লেখ করা জরুরি। একটি অসুবিধা যা আমরা মামলার শুনানিতে সম্মুখীন হয়েছিলাম, তা হলো কোডের বিভিন্ন বিধান বিভিন্ন তারিখে কার্যকর করা হয়েছে, যা ধারা ১(৩) নির্দেশ করে। এছাড়াও, কোডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান এখনও কার্যকর করা হয়নি। এই বিষয়ের ওপর আমাদের রায়ে পরবর্তীতে আলোকপাত করব।

১০. কোডের ধারা ২(ই), মূলরূপে প্রণীত হওয়া হিসাবে, নিম্নরূপ:

"২। প্রযোজ্যতা— এই কোডের বিধান প্রযোজ্য হবে—

xxx xxx xxx

(ই) অংশীদারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের;

xxx xxx xxx"

২০১৮ সালের সংশোধনী আইনের দ্বারা, এই ধারা ২(ই) পরিবর্তিত হয়েছে নিম্নরূপ:

"২। প্রযোজ্যতা— এই কোডের বিধান প্রযোজ্য হবে—

xxx xxx xxx

(ই) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারগণ;

xxx xxx xxx"

যদিও মূল ধারা ২(ই) কার্যকর করা হয়নি, পরিবর্তিত ধারা ২(ই) কার্যকর হয়েছে ২৩.১১.২০১৭ তারিখ থেকে।

১১. কোডের ধারা ৩(৭), (৮) এবং (১১) নিম্নরূপ:

"৩। সংজ্ঞা— এই কোডে, যেখানে প্রসঙ্গ ভিন্ন নয়,—

(৭) 'কর্পোরেট ব্যক্তি' বলতে বোঝানো হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর ধারা ২-এর উপ-ধারা (২০) অনুসারে সংজ্ঞায়িত কোম্পানি, ২০০৮ সালের সীমিত দায় দায়িত্ব সহযোগিতা আইন এর ধারা ২-এর উপ-ধারা (১)-এর উপ-ধারা (ঙ) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত সীমিত দায় সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান, অথবা যে কোনো অন্য ব্যক্তি যিনি কোনো প্রচলিত আইন অনুযায়ী সীমিত দায়সহ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এতে কোনো আর্থিক সেবা প্রদানকারী অন্তর্ভুক্ত হবে না;

(৮) "কর্পোরেট দেনাদার" বলতে বুঝানো হয় এমন কর্পোরেট ব্যক্তি যে কোনও ব্যক্তির প্রতি ঋণী;

xxx xxx xxx

(১১) "ঋণ" বলতে বুঝানো হয় দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা যা অবশ্যই প্রদানযোগ্য এবং এতে আর্থিক ঋণ ও পরিচালনাগত ঋণ অন্তর্ভুক্ত;

১২. ধারা ৫(৮)(ক) আইনের পাঠ নিম্নরূপ:

"৫. সংজ্ঞা— এই অংশে, প্রসঙ্গ অন্যথা নির্দেশ না করা পর্যন্ত,—

xxx xxx xxx

(৮) "আর্থিক ঋণ" বলতে এমন ঋণ বুঝানো হয় যার সঙ্গে সুদ, যদি থাকে, যা অর্থের সময়মূল্যের বিনিময়ে প্রদেয় এবং এতে অন্তর্ভুক্ত,—

xxx xxx xxx

(ক) উপ-ধারা (ক) থেকে (খ) পর্যন্ত উল্লিখিত যে কোনও আইটেমের জন্য কোনও গ্যারান্টি বা ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দায়ের পরিমাণ;

xxx xxx xxx"

১৩. ধারা ৫(২২) আইনের পাঠ নিম্নরূপ:

"৫. সংজ্ঞা— এই অংশে, প্রসঙ্গ অন্যথা নির্দেশ না করা পর্যন্ত—

xxx xxx xxx

(২২) "ব্যক্তিগত জামিনদার" বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যিনি কর্পোরেট দেনাদারের প্রতি গ্যারান্টি চুক্তিতে জিম্মাদার;"

১৪. আইনের ধারা ১৪, ৩১, ৬০, ৯৫, ১০১, ২৩৮, ২৪৩ এবং ২৪৯ নিম্নরূপ:

"১৪. বিরতি— (১) ধারা ১৪(২) এবং (৩)-এর বিধান সাপেক্ষে, দেউলিয়া আরম্ভের তারিখে, কর্তৃপক্ষ আদেশ দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর বিরতি ঘোষণা করবে, যথা—

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা চলমান মামলার স্থগিতাদেশসহ যেকোনো কার্যক্রম, এমনকি যেকোনো রায় কার্যকর করণ।

কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল, সালিশি প্যানেল বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা ঘোষিত কোন ডিক্রি বা আদেশ;

(ক) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা তার কোন সম্পদ অথবা সেই সম্পদের যে কোন আইনি অধিকার বা উপকারী স্বার্থ হস্তান্তর, বন্ধক প্রদান, হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করাকে;

(খ) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদের উপর সৃষ্ট কোন নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের জন্য অথবা তা পুনরুদ্ধার বা বলবৎ করার জন্য যে কোন পদক্ষেপ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আর্থিক সম্পদদের সুরক্ষা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ বলবৎ আইন, ২০০২ এর অধীন কোন পদক্ষেপ;

(গ) কোন মালিক বা ইজারাদার কর্তৃক তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের যে কোন পদক্ষেপ, যেখানে উক্ত সম্পত্তি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দখলে আছে বা ব্যবহারাধীন রয়েছে;

(২) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা পরিষেবার যোগান নির্ধারিত হয়েছে, তা মোরাটোরিয়াম সময়কালে বন্ধ বা স্থগিত বা ব্যাহত করা যাবে না;

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধানসমূহ তেমন কিছু লেনদেনে প্রযোজ্য হবে না, যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক খাতের কোন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে নির্ধারণ করবে;

(৪) মোরাটোরিয়ামের আদেশটি সেই আদেশের তারিখ হইতে কর্পোরেট দেউলিয়া প্রক্রিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে:

এই মর্মে বিধান দেওয়া হইল যে, কর্পোরেট দেউলিয়া প্রক্রিয়া চলাকালীন যেকোন সময়ে, যদি বিচারিক কর্তৃপক্ষ ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী রেজোলিউশন পরিকল্পনাকে অনুমোদন করে অথবা ধারা ৩৩ অনুযায়ী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার তরলীকরণের আদেশ প্রদান করে, তাহলে সেই অনুমোদন বা তরলীকরণ আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে মোরাটোরিয়ামের কার্যকারিতা বাতিল হয়ে যাবে;

xxx xxx xxx

"৩১. রেজোলিউশন পরিকল্পনার অনুমোদন— (১) যদি বিচারিক কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে, ঋণদাতাদের কমিটি কর্তৃক ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে অনুমোদিত রেজোলিউশন পরিকল্পনা ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করে, তাহা হইলে সে আদেশ দ্বারা উক্ত রেজোলিউশন পরিকল্পনাকে অনুমোদন দিবে এবং উক্ত পরিকল্পনাটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ও তাহার কর্মচারী,

সদস্য, ঋণদাতা, জামিনদার এবং পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য পক্ষসমূহের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) যেখানে বিচারক কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিকল্পনা উপ-ধারা (১)-এ উল্লেখিত শর্তাদি পূরণ করে না, সেখানে সে আদেশক্রমে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিকল্পনাকে বাতিল করতে পারে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অনুমোদনের আদেশের পর,—

(ক) ধারা ১৪ অনুযায়ী বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত স্থগিতাদেশ আর কার্যকর থাকবে না; এবং

(খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ পেশাদার ব্যক্তি কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিকল্পনা পরিচালনার সমস্ত নথিপত্র বোর্ডের কাছে প্রেরণ করবে, যেগুলি তার তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত হবে।

xxx xxx xxx

"৬০। কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য বিচারক কর্তৃপক্ষ— (১) কর্পোরেট ব্যক্তিরা সহ কর্পোরেট দেউলিয়া এবং ব্যক্তিগত জামিনদারদের দেউলিয়া সমাধান ও লিকুইডেশনের ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃপক্ষ হবে সেই জাতীয় কোম্পানি আইন আদালত যাহার কার্যব্যাপী এলাকা সেই কর্পোরেট ব্যক্তির নিবন্ধিত অফিসের অবস্থানের স্থানে অবস্থিত।

(২) উপ-ধারা (১)-এর প্রতিবন্ধকতা সত্বেও এবং এই আইনগত বিধির যেকোনো বিধির বিপরীতে, যেখানে কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া অথবা লিকুইডেশন কার্যক্রম জাতীয় কোম্পানি আইন আদালতের নিকটে চলমান থাকে, সেখানে সেই কর্পোরেট দেউলিয়ার ব্যক্তিগত জামিনদারের দেউলিয়া বা দেউলিয়া সংক্রান্ত আবেদন উক্ত জাতীয় কোম্পানি আইন আদালতে দাখিল করা হবে।

(৩) যেকোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে চলমান কর্পোরেট দেউলিয়ার ব্যক্তিগত জামিনদারের দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া অথবা দেউলিয়া কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই বিচারক কর্তৃপক্ষের নিকটে স্থানান্তরিত হবে, যাহা কর্পোরেট দেউলিয়ার সমাধান প্রক্রিয়া অথবা লিকুইডেশন কার্যক্রম দেখাশোনা করে।

(৪) জাতীয় কোম্পানি আইন আদালত ধারা অংশ-তৃতীয়ের অধীনে ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের সমস্ত ক্ষমতা অধিকারী হইবে উপ-ধারা (২)-এর উদ্দেশ্যে।

(৫) প্রচলিত অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর কিছু থাকিলেও, জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার থাকিবে—

(ক) যেকোনও আবেদন অথবা কার্যধারা কর্পোরেট দেনাদার অথবা কর্পোরেট ব্যক্তির দ্বারা অথবা বিপক্ষে;

(খ) কর্পোরেট দেনাদার অথবা কর্পোরেট ব্যক্তির দ্বারা অথবা বিপক্ষে উত্থাপিত যেকোনও দাবি, যার মধ্যে ভারতের অন্তর্গত যেকোনও সহায়ক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অথবা বিপক্ষে উত্থাপিত দাবি অন্তর্ভুক্ত; এবং

(গ) যেকোনও অগ্রাধিকারের প্রশ্ন অথবা যেকোনও আইনগত বা প্রকৃত বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন, যাহা কর্পোরেট দেনাদার অথবা কর্পোরেট ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব পুনর্গঠন বা তরলীকরণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অথবা সম্পর্কিত হইয়া উদ্‌ভূত হইয়াছে, এই বিধির অধীনে।

(৬) সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সালের ৩৬ নম্বর আইন) বা প্রচলিত অন্য কোনও আইনে কিছুই থাকিলেও, কোনও কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে অথবা পক্ষ হইতে যেই মামলার আদেশের অধীনে অবরোধ (মোরেটোরিয়াম) জারি হইয়াছে, সেই অবরোধকালীন সময়কাল হিসাব করিবার সময়সীমার গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

xxx xxx xxx

"৯৬। অন্তর্বর্তী অবরোধ— (১) ধারা ৯৪ অথবা ধারা ৯৫ এর অধীনে কোনও আবেদন দায়ের হইলে—

(ক) উক্ত আবেদনের তারিখ হইতে সমস্ত ঋণের ক্ষেত্রে এক অন্তর্বর্তী অবরোধ কার্‌যকর হইবে এবং উক্ত আবেদনের গৃহীত হওয়ার তারিখে এই অবরোধের কার্যকারিতা শেষ হইবে; এবং

(খ) অন্তর্বর্তী অবরোধকালীন সময়ে—

(১) কোনও ঋণ সম্পর্কিত চলমান আইনগত কার্যধারা স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(২) দেনাদারের ঋণদাতাগণ ঋণ সম্পর্কিত কোনও নতুন আইনগত কার্যধারা শুরু করিতে পারিবেন না।

(২) যেই ক্ষেত্রে উক্ত আবেদন কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে করা হইয়াছে, সেখানে উপ-ধারা (১) এর অধীন অন্তর্বর্তী অবরোধ উক্ত আবেদনের তারিখ অনুযায়ী সংস্থার সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধানসমূহ তৎসময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও যেকোনও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নির্ধারিত লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

"১০১. স্থগিতাদেশ— (১) ধারা ১০০ অনুযায়ী আবেদন গৃহীত হলে সমস্ত ঋণের ক্ষেত্রে একটি স্থগিতাদেশ কার্যকর হবে এবং আবেদন গৃহীত হওয়ার তারিখ থেকে একশত আশি দিন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা ধারা ১১৪ অনুযায়ী প্রতিপূরণ পরিকল্পনার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করার তারিখ পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটে, সেই তারিখে তা কার্যকারিতা হারাবে।

(২) স্থগিতাদেশকালীন সময়ে—

(ক) কোনো ঋণের ক্ষেত্রে চলমান আইনগত কার্যক্রম বা বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ঋণদাতাগণ কোনো ঋণের ক্ষেত্রে নতুন কোনো আইনগত কার্যক্রম বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করিবেন না; এবং

(গ) দেনাদার তাহার কোনো সম্পদ বা তাহার আইনগত অধিকার বা লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তর, পরিত্যাগ, বন্ধক বা নিষ্পন্ন করিবেন না;

(৩) যদি ধারা ৯৬ অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবেদন গৃহীত হওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্থগিতাদেশ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল অংশীদারের বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার কোনো আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রমে যেই লেনদেনগুলির ক্ষেত্রে এই ধারার প্রয়োগ হইবে না বলিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে, সেই সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"

xxx xxx xxx

"২৩৮. এই বিধির বিধান অন্যান্য আইনকে অগ্রাহ্য করিবে।—

এই বিধির কোন বিধান কার্যকর হইবে, বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে বা সেইরূপ কোনো আইনের দ্বারা কার্যকর কোনো দলিল বা নথিতে বিরোধপূর্ণ কিছু থাকিলেও তাহা সত্ত্বেও।"

xxx xxx xxx

"২৪৩. কতিপয় আইন রহিতকরণ ও সঞ্চয়— (১) প্রেসিডেন্সি শহর দেউলিয়া আইন, ১৯০৯ (১৯০৯ সালের ৩ নম্বর আইন) এবং প্রাদেশিক দেউলিয়া আইন, ১৯২০ (১৯২০ সালের ৫ নম্বর আইন) রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে রহিতকরণ সত্ত্বেও,—

(১) প্রেসিডেন্সি শহর দেউলিয়া আইন, ১৯০৯ এবং প্রাদেশিক দেউলিয়া আইন, ১৯২০ এর অধীন এবং

সংক্রান্ত যেই সকল কার্যক্রম এই বিধি কার্যকর হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বিচারাধীন অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা উল্লিখিত আইনদ্বয়ের অধীনেই পরিচালিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দ্বারা শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হইবে, যেন উল্লিখিত আইনদ্বয় রহিত করা হয় নাই।

(ii) যেকোনো আদেশ, বিধি, বিজ্ঞপ্তি, প্রবিধান, নিয়োগ, হস্তান্তর, বন্ধক, দলিল, দলিলপত্র বা চুক্তি যা প্রণীত হয়েছে, ফি নির্ধারিত হয়েছে, প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, দলিল সম্পাদিত বা জারি করা হয়েছে, বা যেকোনো কাজ করা হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে কোনো রহিত আইন অনুসারে বা তার প্রয়োজনে, যদি এই বিধির প্রারম্ভে কার্যকর অবস্থায় থাকে, তবে তা কার্যকর অবস্থায় থাকবে এবং তা এমনভাবে বলবৎ থাকবে যেন উপরে উল্লিখিত আইনসমূহ রহিত হয়নি;

(iii) যেকোনো কাজ যা করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে বা করা হয়েছে বলে অভিপ্রেত, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেকোনো বিধি, বিজ্ঞপ্তি, পরিদর্শন, আদেশ বা নোটিশ প্রণীত বা জারিকৃত, অথবা যেকোনো নিয়োগ বা ঘোষণা প্রণীত, যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণকৃত, যেকোনো নির্দেশ প্রদানকৃত, যেকোনো কার্যধারা গ্রহণকৃত, অথবা যেকোনো দণ্ড, শাস্তি, বাজেয়াপ্তি বা জরিমানা প্রদানকৃত যা রহিত আইনসমূহ অনুসারে গৃহীত হয়েছে, তা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে;

(iv) যেকোনো আইনগত নীতি বা বিধান, বা প্রতিষ্ঠিত বিচারিক এখতিয়ার, অভিযোগের ধরন বা ধারা, প্রথা বা কার্যপদ্ধতি, বা প্রচলিত রীতি, প্রথা, বিশেষাধিকার, বিধিনিষেধ বা অব্যাহতি— এইরূপ কিছু, যদিও তা যেকোনোভাবে অনুমোদিত বা স্বীকৃত বা প্রাপ্ত হয়েছে, রহিত আইনসমূহ দ্বারা, তাহা প্রভাবিত হইবে না;

(v) রহিত আইনসমূহ অনুসারে যে কোনো মামলা বা অভিযোগ যাহা এই বিধির প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে যেকোনো আদালত বা ট্রাইবুনালের নিকট বিচারাধীন ছিল, তাহা এই বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক শুনানি ও নিষ্পত্তি চলতে থাকবে;

(vi) যেকোনো ব্যক্তি যিনি কোনো রহিত আইন অনুসারে বা তার ভিত্তিতে কোনো পদে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকিবেন;

(vii) যেকোনো এখতিয়ার, প্রথা, দায়িত্ব, অধিকার, শিরোনাম, বিশেষাধিকার, বিধিনিষেধ, অব্যাহতি, রীতি, প্রথা, কার্যপ্রণালী বা অন্য কোনো বিষয় বা উপাদান যা অস্তিত্বে ছিল না বা কার্যকর ছিল না, তাহা পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্ধার করা হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) তে নির্দিষ্ট বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও, তা শিডিউলে উল্লিখিত রহিত আইন বা বিধানের রহিত ধারাসমূহের রহিত হওয়ার প্রভাবে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ ব্যাখ্যা আইন, ৬ নম্বর ধারার সাধারণ প্রয়োগকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না বলিয়া গণ্য হইবে না।

xxx xxx xxx

"২৪৯। আইন, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৫১ নম্বর আইনের সংশোধন— ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য ঋণ আদায় সংক্রান্ত আইন, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ সংশোধিত হইবে পঞ্চম তফসিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে।"

১৫। এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহা হইল, পূর্বে উল্লিখিত এই রায়ে যেমন বলা হইয়াছে, তেমন, এই বিধির তৃতীয় অংশ এখনও কার্যকর করা হয় নাই। এই অংশের শিরোনাম "ব্যক্তি ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য দেউলিয়া নিষ্পত্তি এবং দেউলিয়া ব্যবস্থা"। রহিতকরণ সংক্রান্ত ধারা, অর্থাৎ ধারা ২৪৩, যাহা প্রেসিডেন্সি টাউনস ইনসলভেন্সি আইন, ১৯০৯ এবং প্রাদেশিক ইনসলভেন্সি আইন, ১৯২০ রহিত করিয়া দেয়, তাহাও এখনও কার্যকর করা হয় নাই। ধারা ২৪৯, যাহা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্য ঋণ আদায় সংক্রান্ত আইন, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ সংশোধন করে, যেন উক্ত আইনের অধীন ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালগুলি এই বিধিতে নির্ধারিত আদায়কারী কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারে, তাহাও এখনও কার্যকর করা হয় নাই।

১৬। এই বিধির দ্বিতীয় অংশের অধীনে, যাহা "কর্পোরেট ব্যক্তি সমূহের জন্য দেউলিয়া নিষ্পত্তি ও তরলীকরণ" সংক্রান্ত, একটি আর্থিক ঋণদাতা বা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এই প্রক্রিয়া শুরু করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে। একবার এই প্রক্রিয়া শুরু হইলে, আদায়কারী কর্তৃপক্ষ, উক্ত আবেদন গৃহীত হওয়ার পর আদেশ দ্বারা, ধারা ১৪-তে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করিবে (বিধির ধারা ১৩ দ্রষ্টব্য)।

১৭। ধারা ১৪-তে চারটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলা হইয়াছে যাহা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হইবার পর কার্যকর হইবে। উক্ত চারটি বিষয়ে, মামলা দায়ের বা চালিয়ে যাওয়া, সম্পত্তি হস্তান্তর, বন্ধক বা বিক্রয়, জামানত-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা এমন কোনো সম্পত্তি পুনরুদ্ধার যাহা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দখলে আছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রেই যাহা বিশেষভাবে অনুপস্থিত তাহা হইল কোন ব্যক্তিগত জামিনদার সম্পর্কিত কোন উল্লেখ। প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকেই উক্ত ধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত ধারাটির একটি সরল পাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধারা ১৪-তে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তিগত জামিনদারদের উপর কোন প্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না।

১৮. তবে, অনুচ্ছেদ ২(ই) এবং ধারা ৬০-র উপর প্রতিপক্ষদের বিজ্ঞ আইনজীবী জোর দিয়ে নির্ভর করেছেন, কারণ তাদের মতে, এই বিধি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং ধারা ৬০ অনুসারে, এই ধরনের ব্যক্তিগত জামিনদারদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়ার ফলে দেখা যাবে যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জামিনদারদের উপরও প্রযোজ্য হবে।

১৯. আমরা দুঃখিত, এই যুক্তিগুলি সেই অনুচ্ছেদগুলির সতর্ক পাঠ করলে বাতিল হয়ে যায়। ধারা ৬০-র উপধারা (১) এই বিধির অধীনে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং ব্যক্তিগত জামিনদার উভয়ের জন্য দেউলিয়াপনা নিষ্পত্তি এবং তরলীকরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, যার বিচারিক কর্তৃপক্ষ হবে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল, যেটির বিচারিক এলাকা কর্পোরেট ব্যক্তির নিবন্ধিত দফতরের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। এই উপধারা কেবলমাত্র এই অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে এটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়ায় বিচারিক এলাকা নির্ধারণ করে। ব্যক্তিগত জামিনদারদের বিষয়ে, আমরা দেখেছি যে অংশ তিন এখনো বলবৎ করা হয়নি, এবং ধারা ২৪৩, যা প্রেসিডেন্সি টাউনস দেউলিয়াপন আইন, ১৯০৯ এবং প্রাদেশিক দেউলিয়াপন আইন, ১৯২০-কে রহিত করে, তাও বলবৎ হয়নি। এর পরিণামে, ব্যক্তিগত জামিনদারদের ক্ষেত্রে, উপরোক্ত দুটি দেউলিয়াপন আইনের অধীনেই প্রক্রিয়া চলবে এবং এই বিধির অধীনে নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভারত সরকার অর্থ মন্ত্রকের মাধ্যমে ২৮.০৮.২০১৭ তারিখে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে সতর্ক করেছিল যে, এই বিধির ধারা ২৪৩, যা উপরোক্ত আইনগুলি রহিত করে, তা এখনও অবধি জারি করা হয়নি, এবং আরও বলা হয়েছিল যে, ব্যক্তিবিশেষ ও অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত দেউলিয়াপন এবং দেউলিয়া নিষ্পত্তির বিধানগুলি, যেগুলি অংশ তিন-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এখনও অবধি জারি করা হয়নি। অতএব, পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, যারা তাদের দেউলিয়া সংক্রান্ত মামলা দায়ের করতে ইচ্ছুক, তারা যেন বর্তমান কার্যকর আইন অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আদালতের শরণাপন্ন হন, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালে না গিয়ে।

২০. এই কারণেই, ধারা ৬০-র উপধারা (২) "একজন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিনদার"-এর "দেউলিয়াপন" সংক্রান্ত একটি আবেদনের প্রসঙ্গ তোলে এবং বলে যে, এই ধরনের যে কোনও দেউলিয়া সংক্রান্ত প্রক্রিয়া জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালের সামনেই দায়ের করতে হবে। প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবীর এই যুক্তি যে "দেউলিয়াপন" শব্দটি সার্ফেসি আইনের আওতাধীন প্রক্রিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করে, তা খণ্ডন করা আবশ্যক, কারণ "দেউলিয়াপন" কেবলমাত্র উপরোক্ত দুইটি দেউলিয়াপন আইনের সাপেক্ষেই প্রযোজ্য। অতএব, জামিনদারের বিরুদ্ধে সার্ফেসি আইনের অধীনে প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকতে পারে।

অনুরূপভাবে, উপ-ধারা (৩) বলিতেছে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিনদাতার বিরুদ্ধে কোন দেউলিয়া কার্যক্রম যদি কোন আদালত বা ট্রাইবুনালে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে উক্ত কার্যক্রম সেই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার অস্থায়ী দেনা নিরসন প্রক্রিয়া বা দেউলিয়া কার্যক্রম যাহা যেই বিচারিক কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন, সেই কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে। "বিচারিক কর্তৃপক্ষ", ধারা ৫(১) অনুসারে সংজ্ঞায়িত, মানে হইল কোম্পানিসমূহ আইন, ২০১৩ অনুসারে গঠিত জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনাল।

২১. ধারা ৬০(২) ও (৩)-এর রূপরেখা এইভাবে স্পষ্ট – যখনই ২০১৬ সালের কোডের অধীন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কার্যক্রম বিচারাধীন থাকে, সেই মুহূর্তে যদি সেই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিনদাতার বিরুদ্ধে দেউলিয়া কার্যক্রম শুরু হয়, এবং সেই কার্যক্রম কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শুরু হয়, তাহা হইলে উহা জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালের নিকট স্থানান্তরিত হইবে, অথবা যদি উহা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু হইবার পরে শুরু হয়, তাহা হইলে উহা কেবলমাত্র জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইবুনালে দায়ের করা যাইবে। তবে, ট্রাইবুনাল উক্ত কার্যক্রমের বিচার করিবে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি-টাউনস ইনসোলভেন্সি আইন, ১৯০৯ অথবা প্রাদেশিক ইনসোলভেন্সি আইন, ১৯২০ অনুসারে, যাহা প্রযোজ্য হইবে। ইহা স্পষ্ট যে উপ-ধারা (৪), যাহা বলিতেছে যে, ট্রাইবুনাল এই কোডের তৃতীয় অংশে উল্লিখিত ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালের সকল ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইবে উপ-ধারা (২)-এর উদ্দেশ্যে, তাহা কার্যকর হইবে না, কারণ ধারা ১৭৯ এখনো কার্যকর করা হয় নাই এবং ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালকে এখনো ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধে দেউলিয়া কার্যক্রম শুনানির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত করা হয় নাই। উপরন্তু, আমরা দেখিয়াছি যে ধারা ২৪৯, যাহা ঋণ পুনরুদ্ধার আইন সংশোধনের মাধ্যমে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনালকে এই ধরনের কার্যক্রম বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা বলিতেছে, তাও এখনও কার্যকর হয় নাই। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, ধারা ২(ঙ), যাহা ২৩ নবেম্বর ২০১৭ তারিখে কার্যকর করা হইয়াছিল, যখন উহা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিনদাতার প্রতি কোড প্রয়োগের কথা বলিতেছে, তখন উহা কেবলমাত্র ধারা ৬০(২) ও (৩)-এ বর্ণিত সীমিত উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য হইবে, যেমন উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কারণেই সংশোধন আইন, ২০১৮-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার বিবৃতিতে কর্পোরেট দেনা নিরসন প্রক্রিয়া দৃঢ় করার কথা বলা হইয়াছে।

২২. ধারা ৩১-ও প্রতিভাবানদের দ্বারা জোরপূর্বক উল্লেখ করা হইয়াছিল। এই ধারা কেবলমাত্র এই বলিতেছে যে, কমিটি অব ক্রেডিটরস দ্বারা অনুমোদিত কোন সমাধান পরিকল্পনা কার্যকর হইলে, তাহা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক হইবে। কারণ এই যে, না হইলে ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১৩৩ অনুসারে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেনার ক্ষেত্রে যেকোন পরিবর্তন জামিনদাতার সম্মতি ব্যতীত হইলে, তাহা জামিনদাতাকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিবে।

ধারা ৩১(১) প্রকৃতপক্ষে এটা স্পষ্ট করে যে জামিনদার অর্থপ্রদান থেকে রেহাই পেতে পারে না, কারণ যে সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে, তাতে জামিনদার কর্তৃক প্রদেয় অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সম্ভবত এই কারণেই নিয়ম এবং প্রবিধান ৩৬(২)-এ উল্লেখিত ফর্ম ৬-এর সংযোজনী ষষ্ঠ (ই)-তে, কর্পোরেট দেনাদারের ঋণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ব্যক্তিগত জামিন সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে। উত্তরদাতাগণের অবস্থানকে সমর্থন করার পরিবর্তে, প্রকৃতপক্ষে ধারা ৩১ আরও একটি কারণ যা ব্যক্তিগত জামিনদারকে ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য করে, যেখানে তাকে রক্ষা করার জন্য কোনও বিরতিচালু প্রযোজ্য হয় না।

২৩। আমরা এই মতেও একমত যে ধারা ৯৬ এবং ১০১, যখন ধারা ১৪-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন এটি প্রকাশ পায় যে ধারা ১৪ ব্যক্তিগত জামিনদারের ক্ষেত্রে কোনওভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। যখন অংশ III-র অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়, তখন কোনও ঋণের ক্ষেত্রে একটি অন্তর্বর্তী বিরতি বা বিরতি প্রযোজ্য হয়। প্রথমত, এটি একটি পৃথক বিরতি, যা পৃথকভাবে ব্যক্তিগত জামিনদারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, যাদের বিরুদ্ধে অংশ III-র অধীনে অসামর্থ্য নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ধারাগুলির অধীন বিরতির সুরক্ষা ধারা ১৪ অপেক্ষা অনেক বেশি, কারণ এখানে ঋণ সংক্রান্ত বিচারাধীন আইনি কার্যক্রম স্থগিত হয়, ঋণগ্রহীতা নয়। ধারা ১৪ এবং ধারা ১০১-এর ভাষাগত পার্থক্য একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিষয়। ধারা ১৪ শুধুমাত্র কর্পোরেট দেনাদারদের প্রদেয় ঋণসমূহের প্রতি প্রযোজ্য, যারা সীমিত দায়বদ্ধতাসম্পন্ন সংস্থা, এবং এটা স্পষ্ট যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত জামিনদানকারী ব্যক্তিরা হলেন সংস্থার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত পরিচালকগণ। এই বিধির উদ্দেশ্য এই নয় যে, এমন জামিনদাররা, যারা স্বাধীন এবং সমশ্রেণির দায়িত্বে ঋণের সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধে বাধ্য, তারা সেই দায়িত্ব থেকে রেহাই পান, এই কারণেই ধারা ১৪ তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। তবে, যতদূর অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কথা, জামিনদানের ঘটনা ঘটে ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে, যেখানে জামিনদাররা সেই ঋণের পরিপূর্ণ পরিশোধে অসীম দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ থাকেন। এবং এমন জামিনদাররা অনেক সময় ঋণগ্রহীতার সঙ্গে কোনো সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারেন – অনেক সময় তিনি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিগত বন্ধু হতে পারেন। এই কারণেই ধারা ১০১-এ বর্ণিত বিরতি এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, কারণ এই বিরতি ঋণকে কেন্দ্র করে হয়, ঋণগ্রহীতাকে কেন্দ্র করে নয়। আমরা দ্রুত এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের পক্ষে ধারা ১৪ এবং ধারা ৯৬ ও ১০১-এর ভাষাগত পার্থক্য চিহ্নিত করা সম্ভব, যদিও ধারা ৯৬ এবং ১০১ এখনো কার্যকর করা হয়নি। এই কারণে, যেমনটি বলা হয়েছে কেরালা রাজ্য ও অন্যান্য বনাম মার আপ্রেম কুরি কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যান্য, (২০১২) ৭ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় পৃষ্ঠা ১০৬-এর মামলায়, যে একটি আইন আইনসভা কর্তৃক 'গৃহীত' হলে সেটি কার্যকর না হলেও আইন বইয়ে আইন হিসেবেই গণ্য হয়। উক্ত রায়ে বলা হয়েছে:

৭৯। ধারা ২৫৪(২)-এর উপবিধিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত আইন সংসদের সেই একই বিষয়ে যে কোনও সময় আইন প্রণয়নের বাধা নয়; সেই আইন সংশোধন, পরিবর্তন, বর্ধিতকরণ বা বাতিল করলেও। অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত রাজ্য আইন বলবৎ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না সংসদকে, কারণ সংসদ সেই রাজ্য আইনের সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে যত তাড়াতাড়ি রাজ্য আইন গৃহীত বা প্রকাশিত হয়। আমরা দেখতে পাই সংসদকে প্রতিহত করার কোনও যুক্তি নেই, রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত রাজ্য আইন, যা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সীমায় পূর্বের সংসদীয় আইনকে অগ্রাহ্য করে, বলবৎ হওয়ার আগেই তা বাতিল, সংশোধন বা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে। সংসদ সেই রাজ্য আইন বাতিল, সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারে যত তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রদান হয়, এবং অপেক্ষা করতে হবে না সেই রাজ্য আইন বলবৎ হওয়ার জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালতের টালক মামলার রায়ে সমর্থন পেয়েছে।

৮০। শেষপর্যন্ত, ধারা ১৩(৩)(খ) ও ধারা ৩৭২(৩) ব্যাখ্যা প্রথম এবং ধারা ৩৬৬(১০)-এ ব্যবহৃত "বলবৎ আইন" এবং "বিদ্যমান আইন" এর সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয় যে বলবৎ আইন বলতে সেই সকল আইন বোঝানো হয় যা সংবিধানের কার্যক্রমের পূর্বে কোন বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং যা বাতিল হয়নি, যদিও সে আইন বাস্তবে কার্যকর নাও হতে পারে। অতএব, ধারা ১৩(৩)(খ) ও ধারা ৩৭২(৩) ব্যাখ্যা প্রথমে "বলবৎ আইন" এবং ধারা ৩৬৬(১০)-এ "বিদ্যমান আইন" শব্দসমষ্টির সংজ্ঞা কেরালা সরকারের যে যুক্তি করেছে যে ধারা ২৫৪-এর উদ্দেশ্যে আইন বলবৎ হয়েছে বলে গণ্য হবে না যদি তা প্রয়োগে না আনা হয়, সেই যুক্তিকে ভেঙে দেয়। ধারা ২৫৪-এ "বিদ্যমান আইন" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এডওয়ার্ড মিলস কো. লি. বনাম অজমের রাজ্য মামলায় এই আদালত স্বীকার করেছে যে "বিদ্যমান আইন" এবং "বলবৎ আইন"-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

৮১। উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে আমরা রায় দিই যে, কেরালা চিটিজ আইন, এক হাজার নয়শো পঁচাত্তরের (১৯৭৫) আইন, ১৯ আগস্ট এক হাজার নয়শো বাইশের (১৯৮২) চিট ফান্ড আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শূন্য হয়ে যায়; যেদিন এই কেন্দ্রীয় আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হয়, কারণ কেন্দ্রীয় ১৯৮২ সালের আইন চিট পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করেছিল এবং

সেই সঙ্গে রাজ্যের এক হাজার নয়শো পঁচাত্তরের (১৯৭৫) আইন সংশোধনের জন্য ২০০২ সালের রাজ্য অর্থ আইন ৭ নম্বর, যা ধারা ৪(১)(ক) প্রবর্তন করেছিল, শূন্য কারণ কেন্দ্রীয় চিট ফান্ড আইন ১৯৮২ সালের আইন সম্পূর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করায় রাজ্য বিধানসভাকে ২০০২ সালের ওই অর্থ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আর ছিল না, স্রেফ ধারা ২৫৪(২) অনুসারে এটি প্রযোজ্য হতে পারে।

২৪। অতএব, ব্যাখ্যার জন্য, নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য ধার্য করা উচিৎ যে, আমরা ধারাগুলি ১৪ এবং ৯৬ ও ১০১ এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি, কারণ ধারাগুলি ৯৬ এবং ১০১ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বিধান, যদিও সেগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।

২৫। শ্রী বিষ্ণুজনের যুক্তি অনুসারে, কোডের ঐতিহাসিক পটভূমি এখন বিবেচনা করতে হবে। সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিস (স্পেশাল প্রভিশনস) আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২২ নিম্নরূপ বর্ণিত:

"২২। আইনগত কার্যক্রম, চুক্তি ইত্যাদির স্থগিতাদেশ—(১) যেখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানির ব্যাপারে ধারা ১৬ অনুযায়ী তদন্ত চলমান রয়েছে অথবা ধারা ১৭ অনুসারে কোনো পরিকল্পনা প্রস্তুতিমূলক, বিবেচনাধীন অথবা অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অধীনে রয়েছে, অথবা ধারা ২৫ অনুযায়ী ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানির সম্পর্কিত আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তখন কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ (১ অফ ১৯৫৬) বা অন্য কোনো আইন অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানির মেমোরেন্ডাম ও আনুচ্ছেদ অফ অ্যাসোসিয়েশন অথবা ওই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীনে প্রযোজ্য অন্য কোনো দলিলের অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানির পরিচালনা বন্ধ বা সম্পত্তির উপর নির্বাহী কার্যক্রম, দমন ইত্যাদি কার্যক্রম, অথবা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগের জন্য কোনো কার্যক্রম চলতে পারে না বা প্রক্রিয়াধীন থাকতে পারে না এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের জন্য বা কোনও ঋণের সুরক্ষার প্রয়োগের জন্য বা কোম্পানিকে দেওয়া কোনও গ্যারান্টি বাস্তবায়নের জন্য কোনো মামলাও চলতে পারে না, তবে বোর্ড বা যথোচিত হলে আবেদন কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত।

(২) যেখানে সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানির ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে [ধারা ১৮ এর অধীনে অনুমোদিত যেকোনো পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে], কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ (১ অফ ১৯৫৬) বা অন্য কোনো আইন, অথবা ঐ কোম্পানির মেমোরেন্ডাম ও আনুচ্ছেদ অফ অ্যাসোসিয়েশন অথবা ঐ আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীনে প্রযোজ্য অন্য কোনো দলিলের সত্ত্বেও—"

(ক) এমন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে মনোনীত বা নিয়োগ করা বৈধ হবে না;

(খ) এমন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের যে কোন সভায় গৃহীত কোন প্রস্তাব পার্টিশন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কার্যকর করা হবে না।

(৩) [যেখানে ধারা ১৬ অনুসারে তদন্ত চলমান রয়েছে অথবা ধারা ১৭ এ উল্লেখিত যেকোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে অথবা ধারা ১৮ অনুসারে যেকোনো পরিকল্পনার বিবেচনার সময় অথবা যেখানে এমন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে], ওই রোগগ্রস্ত শিল্প কোম্পানির জন্য যথাযথ কার্যকরতার লক্ষ্যে বোর্ড আদেশ দিয়ে ঘোষণা করতে পারবে যে, ঐ কোম্পানির পক্ষ থেকে অথবা ঐ কোম্পানির সাথে প্রযোজ্য সমস্ত বা যেকোনো চুক্তি, সম্পত্তি নিশ্চয়তা, সমঝোতা, সিদ্ধান্ত, পুরস্কার, স্থায়ী আদেশ বা অন্যান্য যেকোনো বিধান যেগুলি ঐ আদেশের তারিখের ঠিক পূর্বে বলবৎ ছিল বা যেগুলি ঐ কোম্পানির প্রতি প্রযোজ্য ছিল, তা স্থগিত থাকবে অথবা ঐ তারিখের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বা যেকোনো অধিকার, বিশেষাধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্ব স্থগিত থাকবে অথবা বোর্ড নির্দিষ্টভাবে যেভাবে উল্লেখ করবে, সেইরূপ পরিবর্তিত বা কার্যকরযোগ্য হবে:

শর্তসাপেক্ষে, এমন ঘোষণা সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারবে যা এক বছর করে বারবার বাড়ানো যেতে পারে, তবে সমগ্র সময়কাল সাত বছর ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

(৪) ধারা (৩) অনুসারে যেকোনো ঘোষণা রোগগ্রস্ত শিল্প কোম্পানির বিষয়ে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ বা অন্য যেকোনো আইন, কোম্পানির মৌলিক দলিল ও বিধি অথবা ঐ আইনের অধীনে কার্যকর যেকোনো দলিল, চুক্তি, আদালত, ট্রাইব্যুনাল, কর্মকর্তাদের আদেশ, অন্য কর্তৃপক্ষ বা কোন সমঝোতা, নিষ্পত্তি অথবা স্থায়ী আদেশের বিপরীতে হলেও কার্যকর থাকবে এবং যথাযথভাবে—

(ক) ঐ ঘোষণা দ্বারা স্থগিত বা পরিবর্তিত যেকোনো অধিকার, বিশেষাধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য যেকোনো প্রতিকার এবং ঐ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম যেকোনো আদালত,

ট্রাইব্যুনাল, কর্মকর্তা অথবা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট স্থগিত থাকবে অথবা ঐ ঘোষণার বিধি অনুসারে চালিয়ে নেওয়া হবে; এবং

(বি) ঘোষণা সমাপ্ত হওয়ার পর—

(১) যে কোনো অধিকার, সুবিধা, দায়িত্ব বা দায়িত্ব যা সেক্ষেত্রে স্থগিত বা সংশোধিত ছিল, তা পুনরায় জীবন্ত হয়ে প্রয়োগযোগ্য হবে যেন ঘোষণা কখনোই হয়নি; এবং

(২) যে কোনো কার্যবিধি স্থগিত ছিল, তা তখনকার যেকোনো প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুযায়ী সেই পর্যায় থেকে চালিয়ে নেওয়া হবে যেখানে কার্যবিধি স্থগিত হয়েছিল।

(৫) যে কোনো অধিকার, সুবিধা, দায়িত্ব বা দায়িত্ব প্রয়োগের সময়সীমা গণনায়, এই ধারার অধীনে যেই সময়কালে তা বা তার প্রয়োগের প্রতিকার স্থগিত ছিল, তা বাদ দেওয়া হবে।

উপ-ধারা (১) থেকে স্পষ্ট হয় যে, শিল্প কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিমের গ্যারান্টি প্রয়োগের জন্য কোনো মামলা করা যাবে না বা তা আরও এগোতে পারবে না, বোর্ড অথবা আবেদন কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত। উল্লেখ্য, 'সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫' কার্যকর ছিল না ০১.১২.২০১৬ থেকে। ৩০.১১.২০১৬ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ০১.১২.২০১৬ থেকে 'ধারা ১৪' কার্যকর করা হয়। মাদ্রাস পেট্রোকেম লিমিটেড ও অন্য বনাম বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ফাইনান্সিয়াল রিকন্সট্রাকশন ও অন্যান্য, (২০১৬) ৪ এসসিসি ১ মামলায় এই আদালত বিবেচনা করে:

"৪০। ২০০২ সালে সিকিউরিটাইজেশন ও রিকন্সট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্টের প্রয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের পর সংসদ যে দিক নির্দেশ দিয়েছে তা এখানে কিছুটা প্রাসঙ্গিক। ৩১-০৭-২০০০ তারিখের এরাদি কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৮৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৩০৬৮ টি মামলা BIFR-এ প্রেরণ করা হয়, যার মধ্যে ১০৬২ মামলা ব্যতীত বাকি সব নিষ্পন্ন হয়েছে। নিষ্পন্ন মামলার মধ্যে ২৬৪ মামলা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, ৩৭৫ মামলা পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার আলোচনাধীন ছিল, ৭৪১ মামলা লিকুইডেশনের সুপারিশপ্রাপ্ত এবং ৬২৬ মামলা অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বাতিল করা হয়েছে। এই তথ্য ও পরিসংখ্যান স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় এবং

'সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫' এর কার্যকারিতার প্রতি বড় প্রশ্ন তোলা হয়, বিস্ফোরক বিলম্বের কারণে বিবিআইএফআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার প্রক্রিয়া কঠোরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ৫.৮, ৫.৯ ও ৫.১৫ দেখুন।) ফলস্বরূপ, কমিটি সুপারিশ করেছিল যে, ১৯৮৫ সালের অসুস্থ শিল্প কোম্পানিসমূহ (বিশেষ বিধান) আইন বাতিল করা হোক এবং এর অধীনে পুনর্জীবন ও পুনর্বাসনের বিধানগুলি সরাসরি ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৪১। এরাদি কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০২ সালে কোম্পানি আইনে সংশোধনী আনা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানি আইন বোর্ড, হাইকোর্ট, বিবিআইএফআর এবং এএআইএফআর-এর পরিবর্তে একটি জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এরাদি কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনে ধারা ৪২৪-অ থেকে ৪২৪-হ পর্যন্ত সংযোজন করা হয়, যা কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে ১৯৮৫ সালের অসুস্থ শিল্প কোম্পানিসমূহ (বিশেষ বিধান) আইনের ধারা ১৫ থেকে ২১-এর অনুরূপ ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ২০০২ সালের কোম্পানি সংশোধনী আইনে ১৯৮৫ সালের অসুস্থ শিল্প কোম্পানিসমূহ (বিশেষ বিধান) আইনের ধারা ২২(১)-এর অনুরূপ একটি বিধান বাদ দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, ঋণদাতাদের অবকাশ দেয়া হয় যে, অসুস্থ কোম্পানির পুনর্জীবন বা পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন কার্যক্রম চলাকালীন তারা মামলাও দায়ের করতে বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৪৩। কোম্পানি আইনে সংশোধনী আনার কিছুক্ষণ পরে ২০০৩ সালের অসুস্থ শিল্প কোম্পানিসমূহ (বিশেষ বিধান) প্রত্যাহার আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনটি ১৯৮৫ সালের অসুস্থ শিল্প কোম্পানিসমূহ (বিশেষ বিধান) আইন বাতিল করার জন্য ছিল, যেহেতু এর কিছু বিধান কোম্পানি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই, ২০০২ সালের কোম্পানি সংশোধনী আইন এবং ২০০৩ সালের অসুস্থ শিল্প কোম্পানিসমূহ প্রত্যাহার আইন একই আইনগত কাঠামোর অংশ এবং উভয়ই এখনও কার্যকর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, যা ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন বাতিল করে, তার অধ্যায় ১৯-এ ধারা ২৫৩ থেকে ২৬৯ পর্যন্ত অসুস্থ কোম্পানির পুনর্জীবন ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ১৯৫৬ সালের সংশোধিত কোম্পানি আইনের ধারা ৪২৪-অ থেকে ৪২৪-হ-এর অনুরূপ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০১৩ সালের আইনে ১৯৮৫ সালের অসুস্থ শিল্প কোম্পানিসমূহ (বিশেষ বিধান) আইনের ধারা ২২(১)-এর অনুরূপ কোনো বিধান নেই।

অতএব, এই অধ্যায়ও এখনও কার্যকর হয়নি। যদিও এই বিধানগুলি এখনও কার্যকর হয়নি, তথাপি তা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা যে, অসুস্থ শিল্প সংস্থার (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২২(১) সাংবিধানিকভাবে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে সংসদ অসুস্থ শিল্প সংস্থাগুলোকে রক্ষা ও পুনর্বাসন করার পরিবর্তে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাপ্যতা পুনরুদ্ধারের জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছে। এই বিধানসমূহ এও নির্দেশ করে যে, সিকিউরিটাইজেশন ও আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা অধিকার কার্যকর করার আইন, ২০০২-এর বিধানসমূহকে অসুস্থ শিল্প সংস্থার (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫-এর সঙ্গে তুলনা করলে, এটি ঋণদাতাদের আদালতের প্রক্রিয়া ছাড়াই তাদের ঋণ আদায়ের সুবিধা দেয়, অসুস্থ শিল্প সংস্থাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্বাসিত করার চেয়ে। প্রকৃতপক্ষে, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাংকিংয়ের প্রবণতা ও অগ্রগতির প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২ অর্থবছরের জন্য, যা ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৯-এর ধারা ৩৬(২)-এর অধীনে জমা দেওয়া হয়। টেবিল ।V.১৪-এ প্রতিবেদনটি ব্যাঙ্কভিত্তিক, গোষ্ঠীভিত্তিক অবনমিত সম্পদের প্রবণতার পরিসংখ্যান প্রদান করেছে। উক্ত টেবিল অনুযায়ী, ২০১১-২০১২ অর্থবছরের শুরুতে জনসাধারণিক ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলোর অবনমিত সম্পদের উদ্বোধনী পরিমাণ ছিল ৭৪৬ বিলিয়ন টাকা, কিন্তু ২০১১-২০১২ অর্থবছরের শেষের দিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৭২ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে সিকিউরিটাইজেশন ও আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা অধিকার কার্যকর করার আইন, ২০০২-এর মাধ্যমে আদায়কৃত মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, তবে তবুও উক্ত আইনের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ মোট আদায়কৃত অর্থের ৭০ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাওনা পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩-এর মাধ্যমে আদায়কৃত পরিমাণ মাত্র ২৮ শতাংশ ছিল। এই সকল তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, জনসাধারণিক ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুদ্ধারযোগ্য অর্থের পরিমাণ অত্যন্ত বিশাল এবং অবশেষে অন্তত একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এই আদালত এমন কোনো ব্যাখ্যা দিতে উৎসাহী হবে না যা সিকিউরিটাইজেশন ও আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা অধিকার কার্যকর করার আইন, ২০০২-এর অধীনে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে, যা আইন অন্তত কিছু মাত্রায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

৪৪। এভাবে দেখা যায় যে, ধারা ২২(১) ও (৪) এর সঙ্গে ধারা ৩২ পড়িলে, সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (স্পেশাল প্রভিশনস) আইন, ১৯৮৫ এর ধারা ২২-কে সিকিউরিটাইজেশন এবং রিকন্সট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থার কাছে পেছনে সরে আসতেই হবে, বিশেষত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এ উল্লেখিত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, এবং যেহেতু এ অবস্থাই, তাই ২০০৩ ও ২০১৩ সালে জারি করা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিগুলো কোনোভাবেই সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (স্পেশাল প্রভিশনস) আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২২ দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারেনি।"

(বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে)

এ থেকে স্পষ্ট যে, এই কারণেই পার্লামেন্ট যখন ধারা ১৪ প্রণয়ন করেছিল, তখন এই ইতিহাস মনের মধ্যে রেখেছিল এবং বিশেষভাবে সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (স্পেশাল প্রভিশনস) আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২২ এর মতো কোনো স্থগিতাদেশ ধারা ১৪-এ অন্তর্ভুক্ত করেনি।

২৬। মুম্বাই হাই কোর্টের এম/এস সিকম ইনভেস্টমেন্টস এবং ফাইনান্স লিমিটেড মামলার (উল্লিখিত) বিচারধারা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। অন্যদিকে আলাহাবাদ হাই কোর্টের বিচারধারা গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭। আমরা এখন ২০১৮ সালের সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনা করব, যার ফলে সাফ হয়েছে যে ধারা ১৪(৩) পরিবর্তিত হয়ে এভাবে হয়েছে যে ধারা ১৪(১)-এর বিধান কর্পোরেট ডেব্টরের জন্য গ্যারান্টি চুক্তিতে শর্তদাতার (সিউরিটির) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সংশোধিত ধারা এভাবে পড়বে:

"১৪। স্থগিতাদেশ—

xxx xxx xxx

(৩) উপ-ধারা (১)-এর বিধান প্রযোজ্য হবে না—

(ক) এমন লেনদেনের জন্য যা কেন্দ্রীয় সরকার কোনও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শ করে নোটিফাই করতে পারে;

(খ) কর্পোরেট ডেব্টরের জন্য গ্যারান্টি চুক্তিতে শর্তদাতা (সিউরিটি)।"

২৮। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের নিযুক্ত ইনসলভেন্সি আইন কমিটি, তার ২৬.০৩.২০১৮ তারিখের রিপোর্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছে, যেগুলোর মধ্যে একটি হলো:

(iv) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টরদের সম্পত্তির চিকিৎসা সম্পর্কিত বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যে, ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট করা হোক যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টরদের সমস্ত সম্পত্তি কোডের অধীনে আরোপিত মরাটোরিয়ামের আওতার বাইরে থাকবে;

কমিটি, যেখানে ধারা ১৪ এর অধীনে মরাটোরিয়াম সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করেছে, সেখানে উল্লেখ করেছে:

৫.৫ ধারা ১৪ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে এবং তার সম্পত্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম, মামলা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা বা অব্যাহতিতে মরাটোরিয়াম বা স্থগিতাদেশ প্রদান করে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ঋণের কারণে প্রভাবিত তৃতীয় পক্ষদের, যেমন গ্যারান্টর বা জবাবদিহিকর্তাদের উপর মরাটোরিয়ামের প্রয়োগ সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। কিছু আদালত ধারা ১৪ কে শাব্দিকভাবে অর্থায়িত করেছেন যে এটি কেবল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করে, অন্যদিকে কয়েকটি আদালত এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে সমাধান প্রক্রিয়া চলমান থাকে, তবে গ্যারান্টি প্রয়োগের ওপরও স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য।

xxx xxx xxx

৫.৭ আলাহাবাদ হাই কোর্ট পরবর্তীতে সঞ্জীব শ্রীয়া বনাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২০১৭ সালের ৯ এডি জে ৭২৩ মামলায় ভিন্ন মত পোষণ করেছে, যেখানে ব্যক্তিগত গ্যারান্টর বিরুদ্ধে গ্যারান্টি প্রয়োগের ওপর মরাটোরিয়াম প্রযোজ্য হয়েছে। যুক্তি ছিল যে, যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে সমাধান প্রক্রিয়া চলমান থাকে, তবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ঋণ চূড়ান্ত হয়নি যতক্ষণ না সমাধান পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়, এবং তাই জবাবদিহিকর্তার দায়ও অস্পষ্ট থাকবে। আদালত এই মত দিয়েছে যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ঋণ স্ফটিক হওয়া পর্যন্ত গ্যারান্টরের দায় সক্রিয় হতে পারে না। কমিটি আলোচনার মাধ্যমে নোট করেছে যে এর অর্থ হল, যদি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে সমাধান প্রক্রিয়া চলমান থাকে, তবে জবাবদিহিকর্তার দায় স্থগিত থাকবে এবং এমন ব্যাখ্যা গ্যারান্টির চুক্তি অকার্যকর করে তুলতে পারে এবং এগুলি যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তার সাথে বিরোধী হতে পারে।

৫.৮ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম ভি. রামকৃষ্ণন এবং ভিসন এনার্জি সিস্টেমস, এনসিএলএটি, নয়াদিল্লি, কোম্পানি আবেদন (এট) (ইনসলভেন্স) নং ২১৩/২০১৭, [নির্ণয়ের তারিখ – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮]

অর্থাৎ, এনসিএলএটি ধার্য করেছিল যে ধারা ১৪-র বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলে তা জামানতদারদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারে। এটি উল্লেখ করার সময় উল্লিখিত পূর্ববর্তী রায়সমূহের কোনও উল্লেখ করেনি, বরং ধার্য করেছিল যে জামানতদারদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে পুণর্গঠন প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হতে পারে এবং সেই কারণে মরাটোরিয়াম দ্বারা তা বন্ধ হতে পারে। কমিটি মনে করেছিল যে মরাটোরিয়ামের এমন বিস্তৃত ব্যাখ্যা ঋণদাতার মৌলিক অধিকারের উপর গুরুতর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে, যা জামানতচুক্তির অন্তর্নিহিত অধিকার।

৫.৯ জামানতচুক্তি হল ঋণদাতা, প্রধান দেনাদার এবং জামানতদারের মধ্যে একটি চুক্তি, যেখানে ঋণদাতার ঋণ সম্পর্কিত প্রতিকার থাকে প্রধান দেনাদার এবং জামানতদার উভয়ের বিরুদ্ধে [ন্যাশনাল প্রকল্প নির্মাণ কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম সান্ধু এবং কো., ১৯৯০ এআইআর পাঃ এচ ৩০০]। এখানে জামানতদার হতে পারে একটি প্রতিষ্ঠান বা প্রাকৃতিক ব্যক্তি এবং এর দায়িত্ব প্রধান দেনাদারের দায়িত্বের সমপরিমাণ। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ১২৮ অনুসারে, জামানতদারের দায়িত্ব প্রধান দেনাদারের সমপরিমাণ এবং ঋণদাতা নির্বিচারে প্রধান দেনাদার অথবা জামানতদার অথবা উভয়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার গ্রহণ করতে পারেন, কোন নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করতে হবে না [চোকালিঙ্গা চেট্টিয়ার বনাম দণ্ডায়ন্তপাণি চট্টিয়ার, ১৯২৮ এআইআর মাদ্রাজ ১২৬২]। যদিও এটি জামানতচুক্তির শর্তাবলীর দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে, তবুও সাধারণত প্রধান দেনাদার এবং জামানতদারের দায়িত্ব সমপরিমাণ এবং যৌথ ও পৃথক [ব্যাংক অব বিহার বনাম দামোদর প্রসাদ, ১৯৬৯ এআইআর এসসি ২৯৭]। কমিটি লক্ষ্য করেছিল যে এই চুক্তির বৈশিষ্ট্যটি, অর্থাৎ জামানতদার এবং কর্পোরেট দেনাদারের উভয়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ, যেখানে একটি পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিকার শেষ না করেই অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, ঋণদাতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি জামানতচুক্তির পরিচায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণদাতা এই প্রতিকারের উপলব্ধতা দেখেই ঋণ প্রদান করেন।

৫.১০ কমিটি আরও লক্ষ্য করেছিল যে ধারার ১৪-এর শাস্ত্রানুযায়ী অর্থ গ্রহনীয় এবং বিস্তৃত অর্থ প্রয়োজনীয় নয়। জামানতদারের সম্পদ কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদ থেকে পৃথক এবং কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম জামানতদারের সম্পদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম দ্বারা গুরুতর প্রভাবিত হয় না। উপরন্তু, জামানত প্রয়োগ করাও কর্পোরেট দেনাদারের ঋণের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে না,

কারণ ঋণদাতার অধিকার প্রধান দেনাদারের বিরুদ্ধে জামানতদারের কাছে স্থানান্তরিত হয়, যতটুকু জামানতদার পরিশোধ করেন। অতএব, জামানতচুক্তির চুক্তিগত নীতিমালা মরাটোরিয়াম চলাকালীনও সম্মানিত হওয়া প্রয়োজন এবং ধারার ১৪-এর সরল পাঠ থেকে স্পষ্ট যে কোডের উদ্দেশ্য হিসাবে বিকল্প ব্যাখ্যা বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

৫.১১ আরও বলা যাক, যেহেতু কর্পোরেট সংস্থার ঋণের জন্য যে অনেক গ্যারান্টি দেওয়া হয় তা তাদের প্রমোটারদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টির আকারে থাকে, যদি সিআইআরপি চলাকালে তাদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়, তাহলে ঐ প্রমোটাররা (যারা কর্পোরেট আবেদনকারীর ভূমিকায় থাকেন) শুধুমাত্র ওই বন্ধ থাকা সুবিধা গ্রহণের জন্য এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য তুচ্ছ আবেদন দায়ের করতে পারেন। এই সংক্রান্ত বিচারালয়সমূহের রায় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অনেক আবেদন কর্পোরেট আবেদনকারী ধারা ১০ অনুসারে দায়ের করেছেন এবং এটি মোরাটোরিয়াম বিধানের অপব্যবহারের আশঙ্কাকে সমর্থন করে। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ধারা ১৪ দ্বারা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দায়িত্বের গ্যারান্টিদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম বন্ধ করার উদ্দেশ্য নেই এবং এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা ধারা ১৪-তে সংযোজনের সুপারিশ করেছে। মোরাটোরিয়ামের পরিধি শুধুমাত্র কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তির জন্য সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

২৯। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল ধারা ১৪ এর একটি অতিরিক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিরসন করা। যে সংশোধন স্পষ্টত প্রতিসম (রেট্রোসপেকটিভ) প্রকৃতির, তা নিম্নলিখিত রায়সমূহ থেকে স্পষ্ট হবে:

(১) সি.আই.টি. বনাম শেলি প্রোডাক্টস, (২০০৩) ৫ এস.সি.সি. ৪৬১:

"৩৮। এটি বলা হয়েছিল যে ১-৪-১৯৮৯ পরবর্তী সময়ে, যদি মূল্যায়ন বাতিল করা হয়, তাহলে করদাতা শুধুমাত্র সেই অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী, যা করদাতার প্রদত্ত মোট আয়ের ওপর ধার্য করের অতিরিক্ত অংশ। তবে সংশোধন কার্যকর হওয়ার পূর্বে আইনের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং এজন্যই আইনসভা সংশোধন করে উপধারা সংযোজন করেছে। অন্যদিকে রাজস্বের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে, সংশোধন কেবল ঘোষণা মূলক এবং সংশোধনের পূর্বে আইনগত অবস্থা পরিবর্তন করে না। এই আদালত সি.আই.টি. বনাম চিত্তোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন [(১৯৯৫) ২ এস.সি.সি. ৪৩০ : (১৯৯৫) ২১২ আই.টি.আর. ৪০৪] মামলায় সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে উপধারা

(ক) ধারা ২৪০ এর ঘোষণা মূলক, তাই উপধারা (খ) ও ঘোষণা মূলক হিসেবে গণ্য করা উচিত। আমাদের মতামত অনুযায়ী এটি আইনের সঠিক অবস্থা নয়। যেখানে উপশিরোনাম দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ ঘোষণা স্বরূপ হতে পারে কিন্তু অন্য ভাগ নাও হতে পারে। অতএব, শুধুমাত্র এক ভাগ উপশিরোনাম ঘোষণা স্বরূপ বলে ধরে নেওয়া যায় না যে উপশিরোনামের দ্বিতীয় ভাগও ঘোষণা স্বরূপ। তবে, আমরা যে মত গ্রহণ করেছি তা রাজস্ব বিভাগের অবস্থানকে সমর্থন করে যে ধারা ২৪০-এর উপশিরোনাম (খ) ও ঘোষণা স্বরূপ। আমরা ধারার ২৪০-এর অপরিবর্তিত সংস্করণের অধীনে ধরেছি যে করদাতা শুধুমাত্র তার মোট আয়ের ওপর ধার্যকৃত করের চেয়ে বেশি প্রদত্ত কর ফেরত পাওয়ার অধিকারী। আমরা এই সিদ্ধান্ত সংশোধিত বিধান ব্যবহার না করেই নিয়েছি। অতএব, ধারার ২৪০-এর উপশিরোনাম (খ) ও ঘোষণা স্বরূপ বলে ধরা হয়। এটি আইন পরিষ্কার করার জন্য এবং দ্বিধা দূর করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে, যা বিভিন্ন আদালতের বিভক্ত সিদ্ধান্তের কারণ হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজস্ব বিভাগকে পুরো আয়কর ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছে যেখানে রাজস্ব বিভাগ পুনঃমূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারেনি। ঘোষণা স্বরূপ হওয়ায় এটি মামলার প্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তী বলে গণ্য হতে হবে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে আইনসভা একটি ঘোষণা মূলক আইন প্রণয়ন করতে পারে যা আইনব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেটিকে আদালত ভুল ধরে নিয়েছে, সেটি সংশোধন করে। এটি প্রধান আইনের বিধানের অর্থ পরিষ্কার করতে চায় এবং যেটি পূর্বেই অন্তর্নিহিত ছিল, সেটি স্পষ্ট করে তোলে।

(ii) সিআইটি বনাম ভাটিকা টাউনশিপ, (২০১৫) ১ এসসিসি ১:

"৩২। আসুন আলোচনা কিছুটা গভীর করি। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনো সংশোধনীকে স্পষ্ট বা ঘোষণা স্বরূপ ধরা যেতে পারে। এই ধরনের আইনকে 'ঘোষণামূলক আইন' বলা হয়। যেসব পরিস্থিতিতে বিধানগুলোকে 'ঘোষণামূলক আইন' বলা যায়, তা বিচারপতি জি.পি. সিং [প্রিন্সিপলস অব স্ট্যাটুটরি ইন্টারপ্রিটেশন, (১৩তম সংস্করণ, লেক্সিস নেক্সিস বাটারওয়ার্থস ওয়াধবা, নাগপুর, ২০১২)] নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন:

'ঘোষণামূলক আইনসমূহ

ঘোষণামূলক আইনসমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তী কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুমান প্রযোজ্য হয় না। যেমনটি ক্রেইস [ডব্লিউ.এফ. ক্রেইস, ক্রেইস অন স্ট্যাটুট ল, (৭ম সংস্করণ, সুইট এবং ম্যাক্সওয়েল লিমিটেড, ১৯৭১)] উল্লেখ করেছেন এবং সর্বোচ্চ আদালত [সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বনাম ওয়ার্কমেন,

এআইআর ১৯৬০ এসসি ১২, অনুচ্ছেদ ২৯]-এ অনুমোদিত হয়েছে। আধুনিক প্রয়োজনে একটি ঘোষণামূলক বিধানকে এমন একটি বিধান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা সাধারণ আইন বা যে কোনো বিধির অর্থ বা প্রভাব সম্পর্কে বিদ্যমান সন্দেহ দূরীকরণের জন্য প্রণীত হয়। সাধারণত এই ধরনের বিধানগুলি প্রত্যাহারাত্মক (অতীতকালীন) ধরা হয়। ঘোষণামূলক বিধান প্রণয়নের সাধারণ কারণ হলো পার্লামেন্টের মতে যে বিচারিক ভুল হয়েছে, তা দূরীকরণ, তা হয় সাধারণ আইনের ব্যাখ্যায় হোক বা বিধির ব্যাখ্যায়। সাধারণত, এমন বিধানে একটি প্রস্তাবনা থাকে এবং 'ঘোষণা করা হলো' শব্দ দুটি থাকে। কিন্তু 'ঘোষণা করা হলো' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হওয়া মানেই যে বিধানটি ঘোষণামূলক তা নিশ্চয় নয়, কারণ কখনো কখনো এই শব্দগুলি নতুন আইন প্রবর্তনের জন্যও ব্যবহার হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে আইনটি শুধুমাত্র সংশোধনমূলক হবে এবং অনিবার্যভাবে প্রত্যাহারাত্মক হবে না। অতএব, বিধানের প্রকৃতি নির্ধারণে রূপের পরিবর্তে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। যদি একটি নতুন বিধান পূর্ববর্তী বিধান 'ব্যাখ্যা' করার উদ্দেশ্যে হয়, তবে সেটি প্রত্যাহারাত্মক ব্যাখ্যা ছাড়া অর্থহীন হবে। সাধারণত একটি ব্যাখ্যামূলক বিধান প্রণীত হয় পূর্ববর্তী বিধানের স্পষ্ট ভুল সংশোধন বা তার অর্থ সম্পর্কে সন্দেহ দূর করার জন্য। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যদি কোনো বিধান পূর্ববর্তী আইন সংশোধন বা ঘোষণা মাত্র হয়, তাহলে সাধারণত তার প্রত্যাহারাত্মক কার্যকারিতা থাকে। 'সবসময় এরূপ অর্থে বিবেচিত হবে' এই ধরনের ভাষা ঘোষণামূলক এবং সরাসরি প্রত্যাহারাত্মক। পরিষ্কার ভাষায় যদি না বলা থাকে যে সংশোধনী বিধানটি ঘোষণামূলক, তাহলে পরিষ্কার এবং অসংকোচিত পূর্ববর্তী বিধানের ক্ষেত্রে এটি ঘোষণামূলক ধরা হবে না। কোনো সংশোধনী বিধান শুধুমাত্র মূল বিধানের অর্থ পরিষ্কার করার জন্য হতে পারে, যা ইতিমধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল। এমন ধরণের সংশোধনী প্রত্যাহারাত্মক কার্যকারিতা বহন করবে এবং অতএব, যদি মূল বিধানটি এমন আইন হয় যা সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ছিল, তবে সংশোধনী বিধানও সেই বিদ্যমান আইনের অংশ হবে।

উপরোক্ত সারসংক্ষেপ যথাযথভাবে এই আদালতের এবং ইংরেজি সিদ্ধান্তসমূহের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত।

৩০। সব এই কারণবশত, আমরা মনে করি যে ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় বাতিল করতে হবে। আবেদনসমূহ যথারীতি গ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা হলো।

দেবিকা গুজরাল **আবেদনসমূহ গ্রহণযোগ্য।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal